দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

২০

বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ

সন্ত্রাস নির্মূলে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ হচ্ছে

শওকত মিলটন, *বরিশাল থেকে*

বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। কলেজে অব্যাহত সন্ত্রাস মোকাবিলায় এ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। নতুন করে সীট বন্টন, ছাত্রছাত্রীদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণসহ যে কোন ছাত্রের অপকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিসিপ্লিনারি কমিটি গঠিত হচ্ছে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে কলেজ খোলার সম্ভাবনা রয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে এ বিষয়ে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়।

শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের অব্যাহত সন্ত্রাস বন্ধ এবং কলেজে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার বিষয়ে একাডেমিক কাউন্সিল বেশ কয়েকবার সভায় বসে। সভায় একাধিক শিক্ষক যেভাবে হোক কলেজে সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা পেশ করে। কলেজের সকল শিক্ষক-ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়ে একমত হন। ইতোমধ্যে অন্যান্য নিয়ম-কানুন তারা তৈরি করে ফেলেছেন। এসব বিষয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত হলেও কলেজ খোলার আগে তা প্রকাশ করা হবে না। এ তথ্য কলেজ সংশ্লিষ্ট সূত্রের। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কলেজে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়েছে। এমনকি কোন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড করতে হলে ছাত্র কল্যাণ পরিষদের সহায়তায় এবং অধ্যক্ষের অনুমতিতে করতে হবে। সকল ছাত্রাবাসে নতুন সীট নীতি কার্যকর করা হবে। নতুন সীট নীতি অনুযায়ী কোন ছাত্র অন্য ছাত্রাবাসে থাকতে পারবে না। রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবাসে ফিরতে হবে। সকল ছাত্রকে ছাত্রাবাসের ডাইনিংয়ে খেতে হবে। নিজেরা রান্না করে খেতে পারবে না।

বাইরে খেতে হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাগবে। প্রতিটি ছাত্রাবাসের প্রতিটি ফ্লোরে একজন করে হাউজ টিউটর নিয়োগ করা হবে। একজন প্রভাষক হাউজ টিউটরের দায়িত্ব নেবেন। এরপর একজন সহকারী প্রভোষ্ট থাকবেন। এ পদে থাকবেন সহকারী অধ্যাপকরা। কোন ছাত্রের যেন ছাত্রাবাসের বাইরে থাকতে না হয় এজন্য ইতোমধ্যে গণপূর্ত বিভাগকে ছাত্রাবাসগুলো মেরামত ও পরিত্যক্ত কক্ষগুলো সংস্কারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরিশাল শহরে যেসব ছাত্রের বাসা রয়েছে তারা ছাত্রাবাসে সীট পাবে না।

কলেজে একটি ডিসিপ্লিনারী কমিটি গঠন করা হবে। যে কমিটি ছাত্রদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্ত করে শাস্তির বিধান করবে। তবে কারও বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগের সামান্যতম প্রমাণ পেলে তাকে বহিষ্কার করা হবে। এ তথ্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের। কলেজ অধ্যক্ষ আঃ লতিফ এসব সিদ্ধান্তের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, সব কিছু এখনও চূড়ান্ত হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর একজন অধ্যাপক জানান, গত বৃহস্পতিবারে অনুষ্ঠিত সভায় এ ব্যাপারে সবাই একমত পোষণ করেছেন।